সমকাল

তারিখ : 31 OCT 2015

পৃষ্ঠা ৩ ... কলাম ৫

সাড়ে ১৬ হাজার সরকারি স্কুলে প্রধান শিক্ষক নেই!

■ সাব্বির নেওয়াজ

রাজধানীর আগামাসিহ লেন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন ধরে কোনো প্রধান শিক্ষক নেই। ৬২৯ ছাত্রছাত্রীর এ বিদ্যালয়ে শিক্ষক মাত্র আটজন। অল্প দূরেই অবস্থিত আগাসাদেক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। ৩৬৯ শিক্ষার্থীর এ বিদ্যালয়ে শিক্ষকের সংখ্যা সাত। দুটি বিদ্যালয়েই পাঁচ বছর ধরে প্রধান শিক্ষক নেই। কেবল এ দুটি বিদ্যালয়েই নয়, রাজধানীর মোট ৩৪১টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রধান শিক্ষক নেই ৯৩টির।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, সারাদেশে সাড়ে ১৬ হাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় চলছে প্রধান শিক্ষক ছাড়াই। পুরনো ৩৭ হাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে নতুন জাতীয়করণ করা ২৬ হাজার মিলিয়ে সারাদেশে এখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৬৩ হাজার। সরকারি প্রায় ২৭ ভাগ প্রাথমিক বিদ্যালয়ই এখন প্রধান শিক্ষকবিহীন। সংশ্লিষ্টরা এ অবস্থাকে 'ভয়াবহ' বলেই বিবেচনা করছেন।

সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী সমকালকে বলেন, শিক্ষার মান নিয়ে অনেক কথা বলা হয়। অথচ খোদ সরকারি বিদ্যালয়গুলো কীভাবে চলছে, তা কখনও তলিয়ে দেখা হয় না। এ অবস্থা প্রাথমিক শিক্ষার জন্য অশনিসংকেত। তিনি বলেন, প্রধান শিক্ষক না

প্রাথমিক শিক্ষার বেহাল দশা

থাকলে বিদ্যালয়গুলোতে কোনো প্রশাসনিক প্রধান থাকেন না। শিক্ষকরা ইচ্ছা ও মর্জিমাফিক আসেন ও যান। সার্বিকভাবে বিদ্যালয়ের একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রমে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। শিগগিরই সরকার সব রকম জটিলতা দূর করে প্রধান শিক্ষকের শূন্যপদ পূরণের উদ্যোগ নেবে বলেই আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।

ঢাকা জেলার প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার শাহীন আরা বেগম জানান, রাজধানীর প্রধান শিক্ষকবিহীন বিদ্যালয়গুলোতে কর্মরত শিক্ষকদের মধ্য থেকে মৌখিকভাবে একজনকে কার্যক্রম সমন্বয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এই কর্মকর্তা জানান, রাজধানীর প্রতিটি বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত শিক্ষক থাকায় হয়তো সমস্যা হচ্ছে না, তবে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে দুই শিক্ষক বা শিক্ষকের বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক না থাকলে একাডেমিক কার্যক্রমে অবশ্যই বিঘ্ন ঘটে।

শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ২০০৯ সাল থেকে প্রধান শিক্ষক পদে নতুন নিয়োগ বন্ধ রয়েছে। এ পদে পদোন্নতি বন্ধ রয়েছে একই সময় থেকে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর সূত্র জানায়, পদোন্নতি নিয়ে আদালতে শিক্ষকরা মামলা-মোকদ্দমা করায় এতদিন পদোন্নতি দেওয়া যায়নি। জানা যায়, ২০০৯ সালে কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলা বাসিন্দা আবদুল হক প্রধান শিক্ষক পদে পদোন্নতি নিয়ে আদালতে মামলা করেন। তিনি প্রকল্প থেকে রাজস্ব খাতে আত্তীকৃত হন। প্রকল্প খাতের পুরো মেয়াদকালকে চাকরিকাল হিসেবে গণনার দাবি তুলে তিনি আদালতে রিট মামলা দায়ের করেছিলেন। এ মামলার কারণে ২০০৯ সাল থেকে প্রধান শিক্ষক পদে পদোন্নতি দেওয়া সম্ভব হয়নি।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা জানান, গত বছর প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান ও তৎকালীন সচিব আক্তার হোসেনের হস্তক্ষেপে মামলা তুলে নেওয়া হয়। এরপর প্রধান শিক্ষক ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৭

সাড়ে ১৬ হাজার

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

পদে পদোন্নতির দ্বার খুললেও নতুন জটিলতা তৈরি হয়। সদ্য জাতীয়করণ করা বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা তাদের পুরো চাকরিকালকে গণনার দাবি তুললে ফের গোল বাধে। পুরনো সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা বলছেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালে ৩৭ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করেন। সে সময়ে তিনি শিক্ষকদের ৫০ ভাগ চাকরিকাল গণনা করেন।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোহাম্মদ আলমগীর সমকালকে বলেন, প্রধান শিক্ষক পদে পদোন্নতি দেওয়ার প্রক্রিয়া তারা শুরু করেছেন। এজন্য জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারদের কাছ থেকে সংশ্লিষ্ট জেলাগুলো গ্রেডেশন তালিকায় আনা হচ্ছে।